যুগান্তর

তারিখ ..... 3 JUL 2013 ..
পৃষ্ঠা ..... ৬ কলাম .....

নগরকান্দায় আনন্দ স্কুলগুলোতে অনিয়ম দুর্নীতির অভিযোগ

জাহিদ রিপন, ফরিদপুর ব্যুরো

জেলার নগরকান্দা উপজেলায় ৯টি ইউনিয়ন ও একটি পৌরসভায় বিশ্বব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় বাংলাদেশ সরকার ২০১০ সালে দুটি এনজিও পল্লী বাংলা উন্নয়ন সহযোগিতা সংস্থা (পাস) ও ফিউচারের মাধ্যমে রস্ক প্রকল্পের আনন্দ স্কুল চালু করে। সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে ঝরে পড়া শিশুদের পুনরায় স্কুলে ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে ব্যাপক সুযোগ-সুবিধা দিয়ে এ প্রকল্পটি শুরু করে। বর্তমানে নগরকান্দা উপজেলায় ২০৩টি আনন্দ স্কুল খাতা-কলমে আছে বলে জানা গেছে। সরকার একটি মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে প্রকল্পটি চালু করলেও শুরু থেকেই নগরকান্দায় ব্যাপক অনিয়ম, দুর্নীতি ও অব্যবস্থাপনার মধ্য দিয়ে প্রকল্পটির কার্যক্রম চলতে থাকে। উপজেলার ২০৩টি আনন্দ স্কুলে ঝরে পড়া ছাত্রছাত্রীদের পাঠদান দেয়ার কথা থাকলেও অধিকাংশ স্কুলে ভুয়া ছাত্রছাত্রী এবং সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নিয়মিত ছাত্রছাত্রীদের নাম অন্তর্ভুক্ত রয়েছে বলে অভিযোগ রয়েছে। প্রতিটি স্কুলে খাতা-কলমে ২৫ থেকে ৩৫ জন ছাত্রছাত্রী থাকলেও বাস্তবে কম। সরকার ছাত্রছাত্রীদের পোশাক তৈরি, শিক্ষা উপকরণ ক্রয় ও উপবৃত্তি হিসেবে আর্থিক বরাদ্দ ধার্য করলেও কতিপয় কর্মকর্তার দুর্নীতির কারণে প্রকৃত উপকারভোগীরা যথাযথ সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। নিয়োগকর্তারা প্রাথমিক পর্যায়ে প্রত্যেক শিক্ষকের কাছ থেকে ২ থেকে ৫ হাজার টাকা পর্যন্ত আদায় করেছেন বলে অভিযোগ রয়েছে। ভর্তির সময় ছবি তোলার জন্য সরকার প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীর জন্য ১০০ টাকা বরাদ্দ দিলেও উল্টো সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা অভিভাবকদের থেকে ১৫০ টাকা করে নিয়েছে বলে অভিযোগ রয়েছে। শিক্ষকরা মাসিক বেতন ও ঘর মালিকরা ঘর ভাড়ার টাকা অফিসে বারবার ধরনা দিয়েও টাকা না পেয়ে হয়রানির শিকার হচ্ছেন। বৃহস্পতিবার বিক্ষুব্ধ শিক্ষকরা বকেয়া বেতন, বাড়ি ভাড়া, ছাত্রছাত্রীদের পোশাক তৈরি ও উপবৃত্তির টাকা আত্মসাতের অভিযোগে কর্মকর্তাদের অফিসের মধ্যে অবরুদ্ধ করে রাখেন। পরে কর্মকর্তারা সমাধানের আশ্বাস দিলে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে। এ সময় প্রকল্পের কয়েক শিক্ষিকা বলেন, আনন্দ স্কুল শুরু থেকেই আমাদের কাছ থেকে বিভিন্ন অজুহাতে টাকা হাতিয়ে নিচ্ছে। সেই সঙ্গে ছাত্রছাত্রীদের জন্য আর্থিক বরাদ্দ পর্যাপ্ত নয় বলে জানিয়ে ওই টাকা ঠিকমতো না দিয়ে টালবাহানা করছে। রস্ক প্রকল্পের তদন্ত কর্মকর্তা তৌহিদ বলেন, ২০৩টি স্কুলের মধ্যে ১৭৪টি ভেরিফিকেশনে পাওয়া গেছে। আমাদের তদন্তে প্রকল্পের টাকা আত্মসাৎ ও সরকারি স্কুলের নিয়মিত ছাত্রছাত্রীদের নাম অন্তর্ভুক্তিসহ দুর্নীতি ধরা পড়েছে। রস্ক প্রকল্পের উপজেলা ট্রেনিং কো-অর্ডিনেটর শাহিন হোসেন বলেন, আমার আগে যে দায়িত্বে ছিলেন তিনি অনিয়ম ও দুর্নীতি করে এই প্রকল্পের নাজুক পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছেন।